গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-০২
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.techedu.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০১১.৯৯.০০০২.২৩.১৭ তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪৩৩ / ৩০ এপ্রিল ২০২৬

বিষয়: ধর্ষণ প্রতিরোধ সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

সূত্র: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ২৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখের ৫৭.০০.০০০০.০০০.৪২.০১৬.০০০৩.২৪.১৭ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ধর্ষণ প্রতিরোধ সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক কার্যবিবরণীর ১০ নং ক্রমিকের বর্ণনা মোতাবেক প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর এ বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন এ দপ্তরের (সফটকপি Nikosh Font এবং হার্ডকপি PDF) dte.ad2@gmail.com ই-মেইলে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমের অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

সংযুক্তিসমূহঃ
(১) অগ্রায়নপত্র
(২) কার্যবিবরণী

৩০-০৪-২০২৬
মোঃ রাকিবুল হাসান
সহকারী পরিচালক

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। অধ্যক্ষ (সকল), ------------- ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সার্ভে ইনস্টিটিউট, গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস অ্যান্ড সিরামিকস, ----------------।
২। অধ্যক্ষ, ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বগুড়া।
৩। অধ্যক্ষ (সকল), ----------------- সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, -------------------।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০১১.৯৯.০০০২.২৩.১৭/১ (৯) তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪৩৩ / ৩০ এপ্রিল ২০২৬

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। পরিচালক (সকল), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। পরিচালক (সকল), আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।
৩। উপপরিচালক (এমপিও), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৫। উপসচিব, সমন্বয় শাখা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সহকারী পরিচালক (সকল), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা- ১২০৭।
৭। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আইসিটি সেল), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও সংশ্লিষ্টদের ই-মেইলে প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৮। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৯। সংরক্ষণ নথি, শাখা-২, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

৩০-০৪-২০২৬
মোঃ রাকিবুল হাসান
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
সমন্বয় শাখা
www.tmed.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০০০.০৪২.১৬.০০০৩.২৪.১৭

তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪৩৩
২৮ এপ্রিল ২০২৬

বিষয়: **ধর্ষণ প্রতিরোধ সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে**

সূত্র: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং: ৪৪.০০.০০০০.০৭৫.৯৯.০০০১.২০২৫.১৪৫; তারিখ: ১৯.০৪.২০২৬ খ্রি..

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব-এঁর সভাপতিত্বে ০২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বৃহস্পতিবার ধর্ষণ প্রতিরোধে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :
"ক্রমিক নং ১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস উল্লিখিত বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করতে হবে;
ক্রমিক নং ৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, বিপণিবিতানসহ জনসমাগম স্থানে সচেতনতা কার্যক্রম চালাতে হবে"।

০২। এমতাবস্থায়, ধর্ষণ প্রতিরোধ সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক সভার কার্যবিবরণীর গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যবিবরণী।

সংযুক্তিঃ
(১) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যবিবরণী

২৮-০৪-২০২৬
ড. মো. মনিরুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন : ০২-৫৫১০১০৭৪
ইমেইল : sascordinet@tmed.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক-এর দপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।
২। মহাপরিচালক ((অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মহাপরিচালক এর দপ্তর , মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।
৩। পরিচালক(যুগ্মসচিব), পরিচালকের দপ্তর, জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া।
৪। উপসচিব, সমন্বয় শাখা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।
৫। চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যানের দপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।
৬। চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যানের দপ্তর, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড।
৭। অধ্যক্ষ, অধ্যক্ষ-এর দপ্তর , বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০০০.০৪২.১৬.০০০৩.২৪.১৭/১ (৩)

তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪৩৩
২৮ এপ্রিল ২০২৬

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় [দৃ: আ: উপসচিব (রাজনৈতিক শাখা-২)], বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সচিব-এর দপ্তর, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।

৩। অফিস, কপি।

২৮-০৪-২০২৬
ড. মো. মনিরুল ইসলাম
উপসচিব

অতীব জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
রাজনৈতিক শাখা-২
www.moha.gov.bd

স্মারক নং:৪৪.০০.০০০০.০৭৫.৯৯.০০০১.২০২৫-১৪৫

তারিখ: ০৬ বৈশাখ ১৪৩৩
১৯ এপ্রিল ২০২৬

বিষয় : ধর্ষণ প্রতিরোধে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ষণ প্রতিরোধে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বৃহস্পতিবার, বেলা ১১:১৫ ঘটিকায় জনাব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী, সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এঁর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কার্যবিবরণীর ০১ (এক) প্রস্থ ছায়ালিপি এ সাথে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

কাজী আরিফুর রহমান
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: ২২২৩৩৫৪৫২৩
ই-মেইল: mohapol2@gmail.com

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
০২। সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা
০৩। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
০৪। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা
০৫। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, ঢাকা
০৬। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা
০৭। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা
০৮। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ঢাকা
০৯। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা
১০। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা
১১। পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা
১২। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, এসবি, ঢাকা

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ ও অর্থ) এর দপ্তর
ডাইরী নং- ৭৪২
তারিখ 21 APR 2026
যুগ্মসচিব (প্রশা: অধি:-১)
যুগ্মসচিব (প্রশা: অধি:-২)
যুগ্মসচিব (প্রশা: অধি:-৩)
স্বাক্ষর

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য:

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
০২। সিনিয়র সচিব এঁর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
০৩। অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক) এঁর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
০৪। যুগ্মসচিব (রাজনৈতিক-২) এঁর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা এবং
০৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি

যুগ্মসচিব (প্রশাসন-৩) এর দপ্তর
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
ডকেট নং: ৯৩
তারিখ: ২২/০৪/২৬
উপসচিব/সি:সহ:সচিব (সমন্বয়)
উপসচিব/সি:সহ:সচিব (সংসদ)
সি:এনালিস্ট/প্রোগ্রামার (আইসিটি)
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
অন্যান্য
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-৩) অধিশাখা

আনিসুল ইসলাম (১৫০১৩)
যুগ্মসচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শাখাপ্রধান (সমন্বয়) ... ২২.০৪.২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
রাজনৈতিক শাখা-২
www.moha.gov.bd

১৭ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ধর্ষণ প্রতিরোধে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	জনাব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	:	০২ এপ্রিল ২০২৬, বেলা ১১:১৫ ঘটিকা
সভার স্থান	:	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে (ভবন নং-৮, কক্ষ নং-২০৮, ৩য় তলা)
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, গত ১৭ মার্চ ২০২৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তটির যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অদ্যকার সভার আয়োজন করা হয়েছে:

বিবিধ বিষয়-২: ধর্ষণ প্রতিরোধে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ শিরোনামে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

"১৫। ধর্ষণ প্রতিরোধে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তদন্ত ও বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া দোষী ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতকরণ এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগ, **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,** তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ **সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।**"

০২। সভাপতি বলেন যে, ধর্ষণ প্রতিরোধে দ্রুত তদন্ত ও বিচারিক কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভিকটিম সাপোর্ট ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ, গণমাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচারণা জোরদার করা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে উক্ত সিদ্ধান্তের সুফল নিশ্চিত করা সম্ভব।

০৩। তিনি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দকে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ও প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান। তদপ্রেক্ষিতে, আইন ও বিচার বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পুলিশ অধিদপ্তর এবং এসবি কর্তৃক নিম্নরূপ মতামত ও প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

০৪। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব, জনাব মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন বলেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ধর্ষণসহ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারে মাল্টিসেক্টরাল এপ্রোচে ১৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করছে। বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৪ টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ৬৭ টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে টোল ফ্রি জাতীয় হেল্পলাইন সেন্টার (১০৯), ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, ৮টি রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি, ৮টি বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরি, রিয়াল টাইম মনিটরিং ডাটাবেইজের মাধ্যমে দেশের নারী ও শিশুর প্রতি ধর্ষণসহ বিভিন্ন প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কাজ করছে।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতন/সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়সহ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থায় এ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল রয়েছে।

০৫। আইন ও বিচার বিভাগের যুগ্মসচিব, জনাব এম এ আউয়াল উল্লেখ করেন যে, ধর্ষণ প্রতিরোধে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তদন্ত ও বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য দোষীদের শাস্তি নিশ্চিতকরণের জন্য ও ধর্ষণ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আইন ও বিচার বিভাগের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ:

(ক) আইনগত সংস্কার

প্রথমত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আইনি কাঠামোকে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

- ধর্ষণ, বলাৎকার, যৌন সহিংসতা ইত্যাদি অপরাধের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা সংযোজন করা হয়েছে, যা আইনের প্রয়োগকে আরও স্পষ্ট ও কার্যকর করেছে।
- আইনে অর্থদন্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং অর্থদন্ডের ফলে আদায়কৃত অর্থ সরাসরি ভিক্টিম বা তার উত্তরাধিকারীর নিকট প্রদান করার বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- মিথ্যা মামলা প্রতিরোধে অভিযোগকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ও আদায় করে অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণদের প্রদান করার বিধান সংযোজন করা হয়েছে, যাতে আইনের অপব্যবহার কমে।

(খ) তদন্ত ও বিচার নিশ্চিতকরণ

দ্বিতীয়ত, বিচার প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করতে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে

- তদন্তের সময়সীমা ৬০ দিন থেকে কমিয়ে ৩০ দিন করা হয়েছে;
- বিচার কার্যক্রম ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করার বিধান রাখা হয়েছে; এছাড়া,
- দূরবর্তী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অনুমোদন করা হয়েছে, যা বিচারকার্য দ্রুত ও সহজ করেছে।

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

ধর্ষণসহ গুরুতর অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে-

- সারা দেশে ৭২টি শিশু ধর্ষণ অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
এই কোর্টগুলো এখনো পুরোপুরি কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি। তবে অচিরেই সেটা সম্ভব।

(ঘ) ভিক্টিম ও সাক্ষী সুরক্ষার বিষয় আইনে অন্তর্ভুক্ত

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এ সাক্ষী সুরক্ষা ও ভিক্টিম এর সুরক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে। মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালেও পরীক্ষা করা যাবে এ বিধান ও যুক্ত হয়েছে।

(ঙ) অন্যান্য

এছাড়াও আইন ও বিচার বিভাগ মনে করে নিম্নের কাজগুলো করা হলে ধর্ষণ প্রতিরোধ এর বিষয়ে ভূমিকা রাখা সম্ভব-

- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা উন্নয়ন,
- প্রসিকিউশন ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ,
- এবং ডিজিটাল ফরেনসিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

০৬। পুলিশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত ডিআইজি, জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম বলেন, ধর্ষণ একটি মানবিক বিপর্যয়ের জঘন্যতম অপরাধ, যা সর্বোচ্চ শাস্তিযোগ্য। এর বিচার প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হওয়া ভুক্তভোগীর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। এই ভয়াবহ অপরাধ প্রতিরোধ, তদন্ত ও বিচারের আমাদের অবশ্যই সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে।

প্রতিকারের উপায়সমূহ:
বিচার ত্বরান্বিত করতে এবং এই অপরাধ নির্মূলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৭-৩-২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধর্ষণ প্রতিরোধে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশসমূহ:

(ক) দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল কার্যকর করা: ধর্ষণ মামলার জন্য আলাদা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার (যেমন: ১৮০ দিন) মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু তদন্ত সম্পন্ন ও অপরাধীকে গ্রেফতারপূর্বক তার শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। বিচার বিভাগকে আরো কঠোর হয়ে দ্রুত সময়ে মধ্যে বিচারের রায় প্রদান ও কার্যকর করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। প্রয়োজনে আইন সংশোধন করে ধর্ষণের ক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়া আরো জোরালো গতিশীল ও নিশ্চিত করতে দ্রুত বিচারে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(খ) আধুনিক ফরেনসিক ল্যাব ও তদন্ত: DNA Test এ Report সহ সকল Digital educo প্রাপ্তি সহজ ও দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি জেলায় উন্নত ডিএনএ ল্যাব এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে যাতে মেডিকেল রিপোর্ট কয়েক দিনের মধ্যে পাওয়া যায়। তদন্ত কর্মকর্তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চার্জশিট জমা দিতে হবে।

(গ) সাক্ষী সুরক্ষা আইন: সাক্ষীরা যাতে নির্ভয়ে সত্য কথা বলতে পারেন, সেজন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে 'সাক্ষী সুরক্ষা আইন' প্রণয়ন ও কার্যকর করা প্রয়োজন। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলে বিচার প্রক্রিয়া সহজ হবে।

(ঘ) ভুক্তভোগীবান্ধব আদালত: আদালতের পরিবেশ এমন হতে হবে যেন ভুক্তভোগী দ্বিতীয়বার মানসিক ট্রমার শিকার না হন। ইন-ক্যামেরা ট্রায়াল বা গোপন শুনানির ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(ঙ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ধর্ষণরোধ করা সম্ভব। উঠতি বয়সি শিশু কিশোরদের অবশ্যই মাদকের ভয়াল থাবা থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(চ) পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্তকরণ: প্রত্যেক শিশু-কিশোরের অন্যতম প্রধান মৌলিক শিক্ষাকেন্দ্র পরিবার ও দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যপুস্তকে বাধ্যতামুলক Sexual বিষয়ের উপর সম্যক ধারনা সম্বলিত বিষয় স্কুল থেকে শিক্ষা বইয়ে এই বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ধর্ষণের ফলে ধর্ষক ও ধর্ষিতা উভয়ের করুণ পরিনতির চিত্র তাদেরকে সম্যক ধারনা দিতে হবে যাতে সমাজে ধর্ষণের ঘটনা না ঘটতে পারে।

(ছ) জনসচেতনতা: ধর্ষণের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরি। সমাজে ধর্ষণের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা করে জনমত গঠনের মাধ্যমে জনপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যাতে করে ধর্ষক অনুধাবন করতে পারে যে সমাজে তার সম্ভাব্য পরিণতি কি হবে। সামাজিক মাধ্যম, ইলেক্ট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়া, সভা-সেমিনার, দেশের সকল ধর্মীয় উপাসনালয়ে ধর্ষণের ভয়াবহ কুফল সম্পর্কে নিয়মিত প্রচারণা চালিয়ে যেতে হবে।

(জ) দ্রুত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিতকরণ: ধর্ষণের ঘটনায় ধর্ষিতা ও তার নিকটজনকে দ্রুত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিতকরণের জন্য উদ্যোগী ভূমিকা পালনের জন্য উৎসাহ ও সাহস যোগাতে হবে। ধর্ষণের ঘটনার ক্ষেত্রে ধর্ষিতার গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

(ঝ) সামাজিক সচেতনতা ও নৈতিক শিক্ষা: শুধুমাত্র আইন দিয়ে এটি বন্ধ করা সম্ভব নয়। পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে। ধর্ষণের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরি।

(ঞ) নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারীর ক্ষমতায়ন: সমাজের সর্বস্তরে নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারীর ক্ষমতায়ন আরো ব্যাপক, সুসংহত ও নিশ্চিত করতে হবে। পরিবার ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করে সকলের জন্য সে উদাহরণ দৃশ্যমান করতে হবে।

(ট) সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ: সকলের জন্য সমঅধিকার ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে সকল ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(ঠ) ইন্টারনেট ব্রাউজিং এর সীমাবদ্ধতাকরণ: নেট ব্রাউজিং এর ক্ষেত্রে আপত্তিকর Sextual Content গুলো সাইবার জগতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(ড) অনলাইন জুয়া নিয়ন্ত্রণ: অনলাইন জুয়া সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(ঢ) কারিগরি প্রশিক্ষণ: দেশের বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করে যথোপযুক্ত কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

(ণ) শারীরিক খেলার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ: শিশু কিশোরদের খেলার মাঠে ফিরিয়ে আনার জন্য উন্মুক্ত খেলার মাঠ, খেলাধুলার আয়োজন, দেশীয় সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ব্যাপক বিকাশ ঘটাতে হবে।

(ত) সুস্থ বিনোদন: দেশে সুস্থ বিনোদনের সকল উপকরণ ও মাধ্যমসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

(থ) টাস্কফোর্স গঠন: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপর্যুক্ত প্রতিনিধির সমন্বয়ে উচ্চ পর্যায়ের একটি মনিটরিং সেল ও টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।

সর্বোপরি, দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা গেলে তা অপরাধীদের মনে ভীতির সঞ্চার করবে এবং সমাজে এই অপরাধের হার কমিয়ে আনবে। ধর্ষণ প্রতিরোধের জন্য কেবল কঠোর আইন যথেষ্ট নয়; বরং পারিবারিক শিক্ষা, সামাজিক সচেতনতা এবং অপরাধীর দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

৭। স্থানীয় সরকার বিভাগের, যুগ্মসচিব, জনাব রোকসানা খাঁন ধর্ষণ প্রতিরোধে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন:

(ক) আইন ও বিচারিক কাঠামো

- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন;
- ধর্ষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন আইন, নীতি বা নির্দেশিকা তৈরি করা;
- বিশেষ আদালত স্থান ও বিচারিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

(খ) পুলিশ বিভাগের কার্যক্রম

১. ধর্ষণ প্রতিরোধ সেল ও ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা।
২. জেন্ডার সেনসিটিভিটি ও ট্রমা ট্রেনিং বাধ্যতামূলক করা
৩. নারী পুলিশ কর্মকর্তার নিয়োগ বৃদ্ধি করা
৪. ধর্ষণ তদন্তে মানসম্মত প্রোটোকল (Standard Protocol) নির্ধারণ এর মধ্যে থাকবে-
    - অভিযোগ পেলেই দ্রুত ও বাধ্যতামূলকভাবে এফআইআর (FIR) গ্রহণ করা
    - সময়মতো ও সঠিকভাবে ফরেনসিকসহ সব ধরনের প্রমাণ সংগ্রহ করা
    - ভুক্তভোগীর সাথে সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীলভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা
    - সফল তদন্ত ও দোষী সাব্যস্তে উৎসাহ বা প্রণোদনা (reward/incentives) দেওয়া
৫. ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কঠোর পুলিশ টহল (Patrolling) জোরদার করা করা।

(গ) অন্যান্য সংস্থার কার্যক্রম

১. One-Stop Crisis Center (OCC) সম্প্রসারণ করা;
২. পুনর্বাসন (Rehabilitation) ব্যবস্থা করা;
৩. গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
৪. জেন্ডার শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
৫. নিরাপদ সামাজিক পরিবেশ তৈরি করা;
৬. শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা;
৭. ডেটা ও প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা;
৮. নারীর ক্ষমতায়ন এবং
৯. সমন্বিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা করা।

৮। এসবি, ঢাকার ডিআইজি, জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান, পিপিএম উল্লেখ করেন যে, ধর্ষণ মামলার বিচার বিলম্বিত হওয়ার কারণ সমূহের মধ্যে তদন্তের দীর্ঘসূত্রিতা ফরেনসিক রিপোর্ট তথা ডিএনএ টেস্ট বা মেডিকেল রিপোর্ট দেরিতে আসা, সাক্ষীর অভাব ও অসহযোগীতা, আইনী জটিলতাসহ সামাজিক প্রভাব ও আপোষ মীমাংসা অন্যতম।

বিগত ১২ বছরের ধর্ষণ মামলার পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০১৪ সালে সাজার হার ছিলো ১৫.১২%। এই সাজার হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০২৫ সালে হয় ৫.৯১%। অপরাধের সাজা আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পায় কিন্তু অপরাধ দ্বিগুন হারে বৃদ্ধি পায়।

ফৌজদারি কার্যবিধি-১৮৯৮ এর ৪৯২(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার নোটিফিকেশন জারীর মাধ্যমে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক এবং কোর্ট উপ-পুলিশ পরিদর্শকগণকে অধঃস্তন আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। শতাধিক বছর ধরে দেশের সকল অধঃস্তন আদালত সমূহে মামলা পরিচালনায় উক্ত বিধান কার্যকরভাবে চলে আসছে। এক্ষেত্রে পিআরবি-৪১৩ ও ৪১৪ নং প্রবিধান মতে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক এবং কোর্ট উপ-পুলিশ পরিদর্শকদের অধঃস্তন আদালতসমূহে মামলা পরিচালনার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু পিআরবি সংশ্লিষ্ট প্রবিধান সংশোধন/পরিবর্তন বা বাতিল না করে মেট্রোপলিটন/জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বিচারিক আদালতে সরকারি আইন কর্মকর্তা কর্তৃক মামলা পরিচালনা করা প্রসঙ্গে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং কর্তৃক গত ২২/১০/২০০৯ তারিখে সলিসিটর/জিপি/পিপি-মামলা-পরিচালনা-৬৯/২০০৯-২১৯ নং স্মারকে একটি পরিপত্র জারি করে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শকের পরিবর্তে সরকারি আইন কর্মকর্তা কর্তৃক মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০২০) এর মামলা সমূহ বিশেষ করে ধর্ষণ মামলার বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে এবং সাজার হার বাড়ানোর লক্ষ্যে নারী ও শিশু ট্রাইবুন্যালের মামলাসমূহ রাষ্ট্র পক্ষ মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি আইন কর্মকর্তার পরিবর্তে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক পরিচালিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

৯। বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রমিক নম্বর	নির্দেশনা	সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	ধর্ষণ প্রতিরোধ	১. ধর্ষণ প্রতিরোধে ভিকটিম ও সাক্ষীদের সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকল্পে শক্তিশালী আইন প্রণয়ন ও সময়োপযোগী সংশোধন করা যেতে পারে;	১. আইন ও বিচার বিভাগ ৩. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
		২. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, আদালত ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে;	১. আইন ও বিচার বিভাগ ২. পুলিশ অধিদপ্তর
		৩. ধর্ষণ ও সহিংসতার শিকার ব্যক্তি ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে;	পুলিশ অধিদপ্তর
		৪. প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, আইনি সহায়তা ও মানসিক সাপোর্ট প্রদান করতে হবে;	১. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ২. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩. পুলিশ অধিদপ্তর
		৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে উল্লিখিত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;	১. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ২. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ৩. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
		৬. স্থানীয় প্রতিনিধি ও গ্রাম পুলিশ ও কমিউনিটি পুলিশকে সম্পৃক্ত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।	১. স্থানীয় সরকার বিভাগ ২. পুলিশ অধিদপ্তর
২.	দ্রুততম সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্নকরণ	১. মামলা পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে;	১. আইন ও বিচার বিভাগ ২. পুলিশ অধিদপ্তর
		২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;	পুলিশ অধিদপ্তর
		৩. মামলার প্রক্রিয়া যথাযথ নিয়মতান্ত্রিক ও নিরপেক্ষ করতে হবে;	১. আইন ও বিচার বিভাগ ২. পুলিশ অধিদপ্তর
		৪. বিশেষায়িত তদন্ত ইউনিট গঠন করতে হবে।	পুলিশ অধিদপ্তর
৩.	দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচার নিশ্চিতকরণ	১. বিদ্যমান আইন প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংস্কার করতে হবে; ২. আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১. আইন ও বিচার বিভাগ ২. পুলিশ অধিদপ্তর
		৩. বিচার প্রক্রিয়া সহজীকরণ করতে হবে;	১. আইন ও বিচার বিভাগ
		৪. অপরাধীর যথাযথ শাস্তি নিশ্চিতকরণ করতে হবে;	১. আইন ও বিচার বিভাগ
		৫. বিশেষ আদালত স্থাপন ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ/পদায়ন করতে হবে।	১. আইন ও বিচার বিভাগ

৪.	জনসচেতনতা বৃদ্ধি	১. ধর্ষণ প্রতিরোধে আইন-কানুন সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার বৃদ্ধি করতে হবে;	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
		২. সচেতনতামূলক লিফলেট, ক্ষুদ্র নাটিকা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রচার করতে হবে;	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
		৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, বিপণিবিতানসহ জনসমাগম স্থানে সচেতনতা কার্যক্রম চালাতে হবে;	১. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ২. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ৩. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪. স্থানীয় সরকার বিভাগ
		৪. নারী সমাবেশ ও পুলিশ কমিউনিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে;	১. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২. স্থানীয় সরকার বিভাগ
		৫. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়াতে হবে;	১. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২. তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
		৬. ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে;	স্থানীয় সরকার বিভাগ

১০। সভায় উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সভা আয়োজনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পার্সন নির্ধারণ করে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

১১। সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

02/04/25

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়